সংবাদ

তারিখ 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শ্রেণীকক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের ব্যবহার

মো. আবুল বাশার

বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ই শ্রেণীকক্ষে অডিও ও ভিডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। কয়েক বছর আগেও এমন অবস্থা ছিল যে, শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যবই থেকে শিখতে হতো। আজকের দিনে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য সারাদেশ এমনকি সারা পৃথিবীর বিখ্যাত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখনকার শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে বসে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঢাকা বা দেশের অন্য যে কোন শহরের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। কেবল দেশের ভেতরে নয় দেশের বাইরের কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেও অনেক কিছু শেখার সুযোগ আছে। যেমন প্যারিসের কোন শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিখতে পারে কীভাবে ফরাসি ভাষায় কথা বলতে হয়। উন্নততর শিক্ষণ পদ্ধতি ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানোকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করা যায়। শ্রেণীকক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবহার এর অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। তবে আমাদের দেশের শ্রেণীকক্ষগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি ও শিক্ষকদের দক্ষতার মাত্রা অনুযায়ী এখনই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার সম্ভব নাও হতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রেণীকক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অন্যান্য শ্রেণীকক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়। স্কাইপ সফট ওয়ার নিজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা সারা বিশ্বের যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াকে সহজ করে তুলেছে। এ ধরনের কনফারেন্সিং এ প্রথমেই এক শ্রেণীকক্ষের শিক্ষক অন্য শ্রেণীর শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করবেন যে, তাদের শিক্ষার্থীরা কী অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে চায়। এক্ষেত্রে কিছু শিক্ষক চাইতে পারেন তাদের শিক্ষার্থীদের ভিডিও কনফারেন্স করে অন্য দেশের বা নিজ দেশের অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন। আবার কিছু সংখ্যক শিক্ষক এর মাধ্যমে অন্য ভাষা বা দক্ষতা শিখতে চাইতে পারেন। যাই হোক না কেন, সারা বিশ্বের শ্রেণীকক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষার্থীরা কিছু অপরিহার্য শিখন দক্ষতা যেমন শোনা, যোগাযোগ দক্ষতা, বলা এবং সহযোগিতা করা শিখতে পারে। সেই সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অজানা তথ্য জানতে পারে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়। যে সব বুদ্ধিমান বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয় এমন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা সহজ। এটি শ্রেণীতে যে কোন পাঠের মান উন্নত করার একটি দারুণ উপায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি কোন একটি স্কুলের কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা স্পেস সম্পর্কে শিখতে চায় সেক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সিং পারে একজন বাস্তব জীবন্ত ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে যিনি মহাকাশের স্পেস স্টেশনে কাজ করেন বা করেছেন। এছাড়াও একজন ভূমিকম্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ বা একজন স্বনামধন্য লেখক বা একজন ডাক্তার বা একজন কলেজ অধ্যাপক অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। যাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতার অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একজন প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এর পক্ষে তার বিষয়ের সব কিছু ভালোভাবে জানা এবং শিক্ষার্থীদের শিখানো কঠিন কাজ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের একজন শিক্ষককে আবার একাধিক বিষয় পড়াতে হয়। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যাদুঘর বা গ্যালারি এর একজন স্টাফ মেম্বারকে শিক্ষার্থীরা সরাসরি যাদুঘর সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ উত্তর পেতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে যাদুঘরে ভ্রমণ শিক্ষার্থীদের শিখানোর ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রসূ। কিন্তু সময়, অর্থ ও দূরত্বের কারণে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা অনেকাংশেই দূর করতে পারে ভিডিও কনফারেন্সিং। আবার ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল ফিল্ড ট্রিপের আয়োজন করা যেতে পারে। অনেক শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীরাই ফিল্ড ট্রিপে যায় বা যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কতগুলো শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড় অথবা হিমালয় পর্বত মালায় অথবা বৃষ্টিবহুল অরন্যে সফর করতে সক্ষম হয়েছেন? এমনকি বাংলাদেশের তিনটি প্রধান ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল সফর করতে সক্ষম হয়েছেন কি-না? এমন অনেক প্রশ্ন সামনে চলে আসে। শিক্ষার্থীরা এখন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এসব স্থানে ভ্রমণ করতে পারেন এবং বাস্তব বিষয়গুলো শিখতে পারবেন। উল্লিখিত স্থানগুলোতে ভার্চুয়াল পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পূর্ণ নতুন স্তরে উন্নয়ন করা সম্ভব এবং তাদের একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হবে। এ ধরনের একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাদের চিরকাল থাকবে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শ্রেণী কার্যক্রমের আরও একটি ক্ষেত্র হতে পারে শ্রেণীভিত্তিক প্রকল্প পরিচালনায় পারস্পরিক সহযোগিতা করা। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এক শ্রেণীকক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে অন্য বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীরা শ্রেণীভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ করতে পারেন। একটি বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দল তৈরি করে প্রকল্পভিত্তিক শিখনের পরিবর্তে শহর এর সঙ্গে গ্রামের স্কুলের বা দেশের বাইরের স্কুলের একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে দল গঠন করে শিক্ষামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভিত্তিক শিখনকে এগিয়ে নিতে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং এর আরও একটি ক্ষেত্র হতে পারে লাজুক শিক্ষার্থীর পারফরমেন্স উন্নয়ন করা। শ্রেণীকক্ষে কিছু লাজুক শিক্ষার্থী থাকে যারা সামনাসামনি মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চায় না কিন্তু ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দূরবর্তী মানুষের সঙ্গে কথা বলতে তুলনামূলকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। এসব শিক্ষার্থীদের ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে তাদের প্রকল্প উপস্থাপন করে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের লাজুকতা কাটিয়ে তুলে তাদের পারফরমেন্সের উন্নয়ন করা যেতে পারে। কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আবার বিভিন্ন শাখায় এক সঙ্গে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। আমাদের দেশে অনেক বিদ্যালয়েই একই শ্রেণীতে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকার কারণে বিভিন্ন শাখায় শ্রেণীকে ভাগ করা হয় কিন্তু অনেক সময় পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। এমন ক্ষেত্রে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে একই সঙ্গে একাধিক শাখায় শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। আরও একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বিশেষ সময়ে ও বিশেষ কারণে বিদ্যালয়ে আসতে না পারলে তাদের সঙ্গে শ্রেণী কার্যক্রম শেয়ার করার বিষয়টি ভাবা যেতে পারে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কখনও কখনও বিদ্যালয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে যদি তথ্যপ্রযুক্তির এই সেবা প্রদানের সামর্থ্য থাকে বা সৃষ্টি করা যায় তাহলে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সেই বিশেষ সময় ও বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রেণী কার্যক্রমের সেবা তাদের পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে নানা রকম সুবিধা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রেষণা পায় এবং তাদের অংশগ্রহণ বাড়ে। যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শ্রেণীকক্ষে বসে পৃথিবীর বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে পারে। সহযোগিতামূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাংস্কৃতিক ভিন্নতার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের ফলে শিক্ষণের ক্ষেত্রেও সুবিধা পাওয়া যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভিজ্যুয়াল যোগাযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। ইন্টার একটিভ শিক্ষণ কৌশলের ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন মিডিয়ার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে। আজকের এই নিবন্ধ পাঠ করতে গিয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং সম্পর্কে যাদের ধারণা স্পষ্ট নয় তাদের মনে আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক যে, এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে কী কী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন? এ কাজে সাধারণত যে সব যন্ত্রপাতি বা উপকরণ দরকার তা হলো, কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, সাউন্ড সিস্টেম, ভিডিও কনফারেন্সিং ডিভাইস হিসেবে টেন্ডবার্গ (Tendberg), পলিকম (Polycom), স্কাইপ (Skype) ও ইন্টারনেট সংযোগ। নিবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের সুবিধা সৃষ্টি করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। কিন্তু কেবল এ সব উপকরণ থাকলেই কি কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভিডিও কনফারেন্সিং সম্ভব? আসলে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের জন্য আরও যা করা প্রয়োজন তা হলো- সব জায়গায় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্যাসিলিটেটর থাকতে হবে। শিক্ষককে বিশেষভাবে প্রস্তুতি নেয়া ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। ফলপ্রসূ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সবসময় পর্যাপ্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে। উচ্চ স্তরের পারস্পরিক যোগাযোগের কৌশল শিখতে হবে। **এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে একটি কাজ করা যেতে পারে তা হলো- বর্তমান সরকার সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে। যার মাধ্যমে টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ এক কলেজের সঙ্গে অন্য কলেজের শ্রেণী কার্যক্রম শেয়ার করতে পারেন। যার ফল হিসেবে প্রতিটি কলেজের শিখন-শেখানোর মান উন্নয়ন আশা করা যায়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার করার আগ্রহ বাড়বে এবং উপানুষ্ঠানিকভাবে তাদের এ কার্যক্রম পরিচালনার কারিগরি দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই নিবন্ধে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শ্রেণী কার্যক্রমের কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করলাম। যারা এ বিষয়ে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ তারা যদি এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর ভুল চিহ্নিত করার চেয়ে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে কীভাবে ভিডিও কনফারেন্সিং শ্রেণী কার্যক্রমে ব্যবহার করে অধিক ফল লাভ করা যায় সে ব্যাপারে এগিয়ে আসেন এবং কার্যক্রমে শুরু করেন তা হবে শ্রেণী শিক্ষণের মান উন্নয়নের সহায়ক।। এভাবেই আমরা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে পারি।**

[লেখক : শিক্ষক]
basharnsl@hotmail.com